Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501066 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Kobayashi Issa's Poetic Universe through the Sensibility of Haiku

হাইকু ভাবনায় কোবায়াশি ইস্সার কাব্যভুবন

Dr. Joy Chakraborty
Assistant Professor
Bengali Department
Bidhannagar college, Kolkata

Received on: 10th May 2026
Accepted on: 24th June 2026

Abstract:

Haiku is a restrained yet profoundly evocative form of Japanese poetic expression. Though composed of just three brief lines — an almost atomic structure — its resonance reaches remarkable depths. Evolving from earlier poetic forms such as waka and Tanka, Haiku traces its origins to the Hokku. The Edo period in Japan stands as the golden age of Haiku and it was during the mid-seventeenth century that Matsuo Basho laid its foundation.

In the generations that followed, the poet Yosa Buson enriched and refined the tradition, adding new layers of artistic sophistication. After him, the mystic poet Kobayshi Issa brought an intimate emotional depth to haiku, capturing the eternal rhythms of human life — its laughter and tears, joys and sorrows — within the delicate confines of this compact form.

Issa's vision extended beyond human emotion to embrace the natural world in all its subtlety. Even the smallest of creatures — frogs, snails, crickets, dragonflies, and other insects — found a place in his attentive and compassionate poetic gaze. Nothing was too insignificant to escape his tender observation.

The pain of losing his mother in childhood also permeates Issa's poetry, carefully preserved as a quiet, enduring sorrow. At the same time, his work often reflects the tension between life's stillness and its ceaseless activity, presenting parallel yet opposing currents of existence.

Thus, through his encompassing portrayal of both human and non-human life Kobayashi Issa's haiku emerge as a many-hued kaleidoscope, shimmering with the diverse and intricate beauty of the universe.

Key Words:

Japanese poetry, atomic structure, Haiku, Kobayashi Issa, Human life, below human creature, eternal pain, multiple emotions & expressions

মূল প্রবন্ধ

© Santiniketan Sahityapath

জাপানি কাব্য সাহিত্যে সংযম-গভীর সৌন্দর্যের এক নান্দনিক প্রকাশ হলো 'হাইকু'। এই ধরনের ছোটো তিন লাইনের আণবিক কবিতা শব্দ চয়নের সীমিত পরিসরেই গভীর জীবন-ব্যঞ্জনাকে ধারণ করতে সক্ষম। এটি শুধুমাত্র নিছক কাব্য নির্মাণ রীতি নয়, বরং এমন এক ধরনের ঘনীভূত নান্দনিক প্রকাশ যা মুহূর্তের সৌন্দর্যকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত হয়। 'হাইকু'র উৎপত্তির ইতিহাস ক্রমবিবর্তনশীল। জাপানে হেইয়ান যুগে রাজদরবারে দরবারি সাহিত্য হিসাবে প্রাচীন জাপানী কবিতা-রীতি 'ওয়াকা' গঠিত হয়।[১] 'ওয়াকা' জাতীয় কবিতার আরেকটি পরিবর্তিত ভিন্ন রূপ হলো 'তানকা' কবিতা। এগুলি পাঁচ পঙক্তিতে বিন্যস্ত প্রেম, প্রকৃতি ও ব্যক্তি অনুভবের কাব্যিক রূপায়ণ।[২] 'ওয়াকা' ও 'তানকা'র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে 'রেঙ্গা' বা যৌথ কবিতার উদ্ভব হয় জাপানে। রেঙ্গাতে প্রথম কবি যে স্তবকটি লিখতেন তাকে বলা হয় 'হোক্কু'। আর 'হোক্কু' থেকেই রূপান্তরের মাধ্যমে আসে 'হাইকু'। হোক্কুর যৌথ রচনা পরবর্তীকালে একক সৃজন রূপে হাইকু-র জন্ম দেয়। ষোড়শ শতকের জাপানে 'হাইকান নো রেঙ্গা' নামে এক জনপ্রিয় কাব্যশৈলীর উদ্ভব হয় যা পরবর্তীকালে হোক্কুর ধারাকে বিকশিত করে হাইকু চর্চার পথ আরো মসৃণ করে।[৩]

জাপানে এডো যুগ ছিল হাইকু চর্চার স্বর্ণযুগ। এই যুগে ১৬০৩-১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি পর্বে Matsuo Bashoর হাতে হাইকুর বিকাশ ঘটে। হাইকুর বিষয় পরিধিতে মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। হাইকুর কাব্য ভাবনায় বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।[৪] Bashoর পরবর্তীকালে কবি Yosa Buson হাইকুর ধারাকে বয়ে নিয়ে যান। তিনি হাইকুর মধ্যে চিত্রধর্মিতার প্রাধান্য স্থাপন করেন। Busonএর পরবর্তীতে Kobayashi Issa তাঁর হাইকু চর্চার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানব জীবনের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি মানবিক অনুভূতিগুলিকে তিন লাইনের সীমিত পরিসরে বাঙ্ময় করে তোলেন। ইস্‌সার পরবর্তী যুগে অর্থাৎ মেইজি যুগে হাইকু Masaoka Shikiর দ্বারা বাস্তবধর্মিতার পথে পা বাড়ায়।

Kobayashi Issa অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ থেকে জাপানে হাইকুকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন হাইকুর বিষয় পরিধিতে মানবিক সহমর্মিতা ও ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তুলে।[৫] তিনি শুধু প্রকৃতির Cosmic Beauty তে যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তাই নয়, বরং ছোটো, ক্ষুদ্র, তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনকে অত্যন্ত মরমী আন্তরিকতায় তাঁর কাব্য পরিধিতে স্থান দিয়েছিলেন। ব্যাঙ, পিঁপড়ে, পোকামাকড় প্রভৃতি অবলীলায় জায়গা করে নিয়েছে তাঁর কাব্য পরিসরে। ইস্‌সা তাঁর কবিতায় লিখছেন —

"নেতা উশি নো আতামা নি সুৰারু কাৰাজু কানা"[৬]

এর বাংলা অনুবাদ — "ঢুলছে গরু, মাথায় তার/ উবু ব'সে/ ব্যাঙ বাবাজী।"[৭] ব্যাঙেদের কথা ইস্‌সার আরো একটা হাইকুতে এসেছে, সেখানে তিনি লিখছেন — "কিয়ো আকেশি মাদো নো ৎসুকি ইয়ো ইয়া নাকু কাৰাজু.।"[৮] অর্থাৎ — খোলা জানালায়/ উজ্জ্বল চাঁদ,/ আর ব্যাঙেদের মক্‌মক্।"[৯] আবার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব মাছির কথাও অবলীলায় জায়গা করে নেয় ইস্‌সার কাব্যভুবনে। তিনি লেখেন — "ইয়ারে উৎসু না হাএ গা তে ৰো সুরি আশি ৰো সুরু।"[১০] যার বাংলা তর্জমা হয়েছে — "মেরো না মেরো না, ওই মাছিটা/ হাত-পা জুড়ে/ কাকুতি করে।"[১১] কোথাও আবার মাছিদের কার্যকলাপের বর্ণনায় প্রেম ভাবনাও মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। — "রুসু নি সুরু জো কোই শিতে আসোবে ইও নো হাএ"[১২] বাংলায় যার বাক্ বিন্যাস দাঁড়ায় —

"পিঠ ফেরালেই, একলা ঘরে...
মওকা বুঝে মাছিগুলোর
প্রেম-পিরীতি।"[১৩]

ইস্‌সার কাব্য বয়ানে মাছির মতো এই ক্ষুদ্র জীবের যে বাঁচার আকুতি, উষ্ণ জীবন বাসনা বাঙ্ময় হয়েছে, তা যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয় জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার গলিত স্থবির ব্যাঙের কথা, যার জীবন অনুরাগের রক্তিম ভাষ্য সম্পর্কে আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠক মাত্রেই অপরিচিত নন। তবে শুধু ব্যাঙ আর মাছি নয়, কখনো ঝিঁঝিঁ পোকা; কখনো বা গঙ্গাফড়িং, শামুক, ছোট্টো প্রজাপতি, ছারপোকা প্রভৃতিও ইস্‌সার কাব্যভাবনায় এক চিত্রধর্মী মুখর মুহূর্তের বিকল্প বাস্তবতা সৃজন

© Santiniketan Sahityapath

করেছে। ইস্‌সার কবিতার জগতে মাছি, পোকা, শামুক, গঙ্গাফড়িং প্রভৃতি যে নিজস্ব স্বকীয়তায় এক-একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে, সেই দিকটি লক্ষ করে সম্পাদিকা শুক্তি ঘোষ তাঁর 'কোবায়াশি ইস্‌সার হাইকু : চেরিফুলের ছায়া' গ্রন্থে 'মনের মানুষ ইস্‌সা' অংশে লিখেছেন: "মানুষ থেকে শুরু করে পশুপাখী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত সকলের প্রতি অগাধ মায়ায় তাঁর কবিতাগুলি পরিষিক্ত। তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের সামনে মশা, মাছি, শামুক অথবা গঙ্গাফড়িং — সকলেই যেন এক একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে।"[১৪] ১৮১৯ সালে প্রকাশিত একটি হাইকুতে ইস্‌সা লিখছেন — "ওরে তো শিতে নিরামিকুরা সুরু কাৰাজু কানা।"[১৫]

অর্থাৎ —

"চোখে চোখ, অপলক —/
আমি, আর
একটা ব্যাঙ।"[১৬]

Human আর Below Human সম্পর্কের বাইনারি কতটা গভীর ও স্থির প্রত্যয়ে অবিচল হলে এমন বাক্-বিন্যাস কবিতায় উঠে আসে তা মননশীল পাঠকের রসপাঠ ও নিবিড় অনুভববেদ্য। এক নির্মল প্রশান্তি আর জীবনের ক্ষণিকতার প্রতি প্রসন্ন জীবনরসিক দৃষ্টি ইস্‌সার কাব্যভুবনকে বৌদ্ধ আধ্যাত্মিকতার ভাবনির্মাণের লগ্ন করে তুলেছে। বৌদ্ধ দর্শনের অনিত্যতার বোধ ও সারল্যের ভাব মহিমা ইস্‌সার হাইকুগুলিকে এক গভীর জীবনপাঠের পাণ্ডুলিপি বানিয়ে তুলেছে। ইস্‌সা কখনো বা লিখেছেন — "সাকে ৎসুকিতে শিন নো জ়া নি ৎসকু ৎসুকিমি কানা"[১৭] যার অর্থ হলো—

"ফুরিয়ে গেছে সুরা—
আসন পেতে, কোমর ক'ষে,
চাঁদ দেখবার পালা।"[১৮]

জীবনের সমস্ত কোলাহল আর ব্যস্ততার প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে কবি যেন এখানে প্রসারিত করে দিয়েছেন এক অনন্ত অবসরের উন্মুক্ত আনন্দ। আবার এক অদ্ভূত বাইনারি নির্মাণ করে এইরূপ ভাবনার বিপরীত ভাবস্রোতকেও লালন করেছেন ইস্‌সা তাঁর কাব্যিক বাক্‌বিন্যাসে। সেখানে তিনি লিখেছেন — "মোতাইনা ইয়া হিরুনে শিতে কিকু তাউএ উতা"[১৯] অর্থাৎ —

"আমার লজ্জার ভাতঘুম
ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিচ্ছে
ধান-রোয়ার গান।"[২০]

ক্ষণিকের পৃথিবীর অনন্ত অবসর ভাবনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে শ্রমকোলাহলপূর্ণ যে কর্মের জগৎ, তারই এক ভাব-সমর্থন আলোচ্য বয়ানে গাঁথা রয়েছে।

ভালো-মন্দে মেশানো জগতে কোনো কিছুই যে অস্বীকার করার নয়। Id-Ego-Super Egoর যে সহাবস্থানময় এই সংসার, তাকে সহজভাবে মেনে নেওয়ার ভঙ্গিতে কবি লেখেন — "হিতো আরেবা হাএ আরি হোতোকে আরি নি কেরি"[২১] যার বাংলা অর্থ হলো —

"মানুষ থাকলে,
মাছিও আছে—
আর বুদ্ধও।"[২২]

এইভাবে ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে হতে ইস্‌সার কাব্যভাবনা প্রকৃতি চিত্রণ থেকে মানবিক অনুভূতির সুবিস্তৃত পরিসরে যাত্রা করেছে। কবির ব্যক্তি জীবনের দুঃখ-কষ্ট, শৈশবে মাতৃহারা হওয়ার বেদনা, জীবনে চলার পথের নানা দুঃখ বিপর্যয় তাঁর কাব্য জগৎকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। ফলে তাঁর হাইকুগুলিতে বাস্তবিক অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পূর্ববর্তী হাইকু রচয়িতা বাশো

এবং বুশন হাইকুকে একপ্রকার দার্শনিক ভিত্তি ও নান্দনিক সমুন্নতি প্রদান করলেও ইস্সা হাইকুর ঘরানাটিকে সাধারণ মানুষের দরবারে নামিয়ে এনে তাকে সহজবোধ্য সকলের সামগ্রী করে তোলেন। হাইকু যে কেবল ছোটো, আণবিক কবিতামাত্র নয়, বরং তা মানুষের অন্তর্দর্শন ও জীবনবোধ প্রকাশের এক শক্তিশালী মাধ্যম, তা হাইকু চর্চার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন কোবায়াশি ইস্সা।[২৩] ব্যক্তিজীবনের দুঃখ-কষ্ট, অভাববোধ ও যন্ত্রণাকে কতটা হালকা চালের রসিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে হাইকুকে তথাকথিত ভাবগম্ভীরতা থেকে মুক্ত করে বহুমাত্রিক বৈচিত্রে নান্দনিক করে তোলা যায় তার প্রয়াস কবি ইস্সা বরাবরই করে গেছেন তাঁর চর্চিত কাব্য প্রয়াসের মধ্য দিয়ে।[২৪] প্রেমের ফাঁদে, কামের ফাঁদে পড়ে মানুষ জীবনে বারম্বার ভুল করে, যন্ত্রণা পায়, আঘাত আসে; তবুও তার বেকুব মন আগুনের দিকে ধেয়ে যাওয়া পতঙ্গের মতো নতুন নতুন ভুলের ফাঁদে আটক হতেই স্বেচ্ছায় এগিয়ে যায়। তাই তো ইস্সা লেখেন — "হারু তাৎসু ইয়া গু নো উএ নি মাতা গু নি কাএরু"[২৫] অর্থাৎ —

"বসন্ত এল, আবার
ফিরল পুরনো বেকুবি, তৈরি হল
নতুন ভুল।"[২৬]

ব্যক্তিজীবনে শৈশবে মা কুমিকে অকালে হারানোর বেদনা ইস্সাকে সারা জীবন বেদনা ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। কবিতায়ও তাই তিনি লেখেন সেই মাতৃহারা অসহায় আর্তির বেদনগাথা। অনন্ত সাগরের বিরাটত্বের মধ্যে জন্মদাত্রী মায়ের সদা জাগরুক অস্তিত্ব তিনি অবিরাম অনুভব করে যান। ইস্সার কলমে সেই স্বপ্নদর্শনের ছবি ফুটে ওঠে এইভাবে — "নাকি হাহা ইয়া উমি মিরু তাবি নি মিরু তাবি নি"[২৭] যার বাংলা তর্জমা হলো —

"চলে যাওয়া মাকেই দেখি
সাগর পানে যেই না তাকাই,
যেই না তাকাই।"[২৮]

জীবনে দুঃখকে ইস্সা হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে তাকে আত্মস্থ করে উপলব্ধির জারক রসে তাকে পরিবর্তিত করে জীবন রসের সাগরে একের পর এক বিচিত্র ভাবের পদ্ম ফুটিয়ে গেছেন। তাই তো নরকীয় জীবন অভিজ্ঞতার স্পর্শ নিয়ে এসেও স্বর্গীয় পুষ্পশোভা দেখে আকুল হতে ভুলে যান না কবি — "ইয়ো নো নাকা ৰা জিগোকু নো উএ নো হানামি কানা।"[২৯] বাংলায় বললে দাঁড়ায় —

"জাহান্নামের বুড়ি ছুঁয়ে,
চলতে চলতে দিন-দুনিয়ায়
আকুল দেখি ফুলের শোভা।"[৩০]

পৃথিবীর দুঃখ, যন্ত্রণা, মলিনতার মধ্যেও প্রকৃতি তার সৌন্দর্যের ডালি সময় মতো উজার করে দেয়। রবীন্দ্রভাবনায় দুঃখ আর মৃত্যুর মধ্যে শান্তি, আনন্দ আর অনন্তের উপস্থিতির মতোই ইস্সাও তাই দেখেন এই বিরাট পৃথিবীর নশ্বর জীবনের দুঃখ-বেদনার মধ্যেও চেরিফুল ফোটার হলে ঠিক সময় মতো গাছে গাছে রঙ ধরিয়ে সাজিয়ে দেয় প্রকৃতিকে। তাই তো ইস্সা লেখেন — "কু নো শাবা ইয়া সাকুরা গা সাকেবা সাইতা তোতে"[৩১] —

"এক পৃথিবী দুঃখ-ব্যথা,
চেরি তবু ফোটার হলে
ফুটবে ঠিকই।"[৩২]

© Santiniketan Sahityapath

জীবনের অসহায়তার মধ্যেও বিমর্ষতার গ্লানি মুছে দিতে প্রকৃতি যে তার রূপের ডালি সাজিয়ে হাজির হবে, সেই অস্তিবোধের আস্থায় কবিমন এখানে অনন্ত জাগার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল। এইভাবেই ব্যক্তি অনুভবের বিচিত্র পাকদ্রব্য যেন প্রকৃতি অনুভবের ভিয়ানে জীবন রসে জারিত হয়ে ইস্সার কাব্য পরিধিকে করে তুলেছে এক বহুবর্ণরঞ্জিত ক্যালাইডোস্কোপ।

তথসূত্র:

১। 'Japanese Literature: An Introduction for Western Readers', Keene Donald, Grove Press, New York, USA 1955, pp. 120-145

২। 'Traditional Japanese Literature: An Anthology', Shirane Hauro, Colombia University Press, New York, 2007, p. 820

৩। 'The path of Flowering Thorn', Standford University Press Ueda Makoto, Standford, 1998, p. 75

৪। 'The Narrow Road of the Deep North', Basho Matsuo, Penguin Classics, London, 1967, pp. 23-89

৫। 'জাপানি সাহিত্য পরিচয়', সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ২য় সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ৪৫

৬।'কোবায়াশি ইস্সার হাইকু : চেরি ফুলের ছায়া', ঘোষ শুক্তি এবং কিমুরা ইয়োশিহিরো (অনূদিত এবং সম্পাদিত), শব্দহরিণ, গল্‌ফগ্রিন আরবান কমপ্লেক্স, ফেজ ২, এল-আই-জি-১০/১৭, কলকাতা, পৃ. ২৪

৭। ওই, পৃ. ২৫

৮। ওই, পৃ. ২৪

৯। ওই, পৃ. ২৫

১০। ওই, পৃ. ২৬

১১। ওই, পৃ. ২৭

১২। ওই, পৃ. ২৮

১৩। ওই, পৃ. ২৯

১৪। ওই, পৃ. ১৮

১৫। ওই, পৃ. ৪৮

১৬। ওই, পৃ. ৪৯

১৭। ওই, পৃ. ৪৮

১৮। ওই, পৃ. ৪৯

১৯। ওই, পৃ. ৪৮

২০। ওই, পৃ. ৪৯

২১। ওই, পৃ. ৫৪

২২। ওই, পৃ. ৫৫

২৩। 'বিশ্বসাহিত্যে হাইকু', দেবাশিষ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, ১ম মুদ্রণ ২০১৮, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, পৃ. ৭০-১১০

২৪। 'হাইকু ও জাপানি কবিতা', পত্রভারতী, ১ম সংস্করণ, ২য় মুদ্রণ, অরুণ চক্রবর্তী, ২০১২, ৩/১, কলেজ রো, কলকাতা, পৃ. ৫০-৯৫

২৫। 'কোবায়াশি ইস্সার হাইকু: চেরিফুলের ছায়া, শব্দহরিণ, গল্‌ফগ্রিন আরবান কমপ্লেক্স', শুক্তি ঘোষ এবং কিমুরা ইয়োশিহিরো অনূদিত এবং সম্পাদিত, ফেজ২, এল-আই-জি-১০/১৭, কলকাতা, পৃ. ৩০

২৬। ওই, পৃ. ৩১

২৭। ওই, পৃ. ৩২

২৮। ওই, পৃ. ৩৩

২৯। ওই, পৃ. ৩৮

Prantik Gabeshana Patrika

৩০। ওই, পৃ. ৩৯
৩১। ওই, পৃ. ৩৮
৩২। ওই, পৃ. ৩৯

—

Prantik Gabeshana Patrika